চতুর্বিংশতি অধ্যায়

গিরি-গোবর্ধন পূজা

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ নিষিদ্ধ করে এবং গিরি-গোবর্ধন পূজায় একটি বিকল্প যজ্ঞের প্রবর্তন করে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন গোপগণ ব্যস্ত হয়ে ইন্দ্রযজ্ঞের প্রস্তুতি করছে, তখন তিনি এই সম্বন্ধে তাঁদের রাজা নন্দের কাছে জানতে চাইলেন। নন্দ বুঝিয়েছিলেন যে, ইন্দ্র প্রদত্ত বৃষ্টির জন্যই সমস্ত জীব জীবন ধারণে সমর্থ হয় এবং তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। কৃষ্ণ উত্তর করলেন, "কেবলমাত্র কর্মের ফলেই জীব নির্দিষ্ট দেহে জন্ম গ্রহণ করে, সেই দেহে বিভিন্ন ধরনের সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, আর তার পর কর্মের অবসানে সেই দেহটি পরিত্যাগ করে। এভাবেই একমাত্র কর্মই আমাদের শত্রু, আমাদের মিত্র, আমাদের গুরু ও আমাদের প্রভু এবং যেহেতু প্রত্যেকেই তার কর্মফলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, তাই ইন্দ্র কারও সুখ বা দুঃখের পরিবর্তন করতে পারে না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই জড় গুণগুলির দ্বারাই এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস হয়ে থাকে। মেঘ যখন রজোগুণের দ্বারা চালিত হয়, তখন বৃষ্টি প্রদান করে এবং গোপেরা গাভী সংরক্ষণের দ্বারাই সমৃদ্ধি লাভ করে। তা ছাড়া, গোপদের প্রকৃত বাসস্থান বনে ও পর্বতে। তাই গাভী, ব্রাহ্মণ ও গোবর্ধন পর্বতের পূজা করা আপনাদের উচিত।"

কৃষ্ণ এভাবে বলার পর, ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য সংগৃহীত উপকরণাদি নিয়ে তিনি গোপগণের দ্বারা গোবর্ধন পর্বতের পূজার আয়োজন করলেন। তিনি তখন এক প্রকাণ্ড, অভূতপূর্ব অপ্রাকৃত রূপ ধারণ করলেন এবং গোবর্ধনকে নিবেদিত সকল অন্ন ও নৈবেদ্যাদি গোগ্রাসে ভক্ষণ করলেন। তার পর তিনি গোপ-সম্প্রদায়ের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা যদিও এতকাল ইন্দ্রের পূজা করে এসেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং কখনও উপস্থিত হননি, অথচ গোবর্ধন স্বয়ং এখন তাঁদের চোখের সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্যের নৈবেদ্য ভক্ষণ করছেন। তাই তাঁদের সকলের এখন গিরি-গোবর্ধনকে প্রণাম নিবেদন করা উচিত। তার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের সদ্য পরিগৃহীত রূপকে প্রণাম নিবেদন করার জন্য গোপগণের সঙ্গে যোগ দিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **তত্র এব**—সেই একই স্থানে; **বলদেবেন**—শ্রীবলদেবের দ্বারা; **সংযুতঃ**—সংযুক্ত; **অপশ্যৎ**—দেখলেন; **নিবসন্**—অবস্থান করে; **গোপান্**—গোপগণ; **ইন্দ্র**—স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের জন্য; **যাগ**—একটি যজ্ঞের জন্য; **কৃত**—আয়োজন করে; **উদ্যমান্**—অত্যন্ত উদ্যম।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর ভ্রাতা বলদেবের সঙ্গে সেই স্থানে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, গোপগণ ব্যস্তভাবে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এবং অন্যান্য আচার্যদের মতে, এই শ্লোকের *তত্র এব* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, ব্রাহ্মণ-পত্নীদের ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। এভাবেই তিনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের এবং একই সঙ্গে যে সব পুণ্যবতী ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁদের পতিদের ছাড়া অন্য কারও সঙ্গলাভের সুযোগ পেতেন না, তাঁদেরও কৃপা প্রদান করেছিলেন। সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে গোপগণ যে কোনও উপায়েই হোক ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাতে নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্বাত্মা সর্বদর্শনঃ ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্ ॥ ২ ॥

তৎ-অভিজ্ঞঃ—এই বিষয়ে পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়েও; **অপি**—যদিও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-আত্মা**—সকলের হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মা; **সর্ব-দর্শনঃ**—সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান; **প্রশ্রয়-অবনতঃ**—বিনম্রভাবে প্রণত হয়ে; **অপৃচ্ছৎ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **বৃদ্ধান্**—বয়স্কদের কাছ থেকে; **নন্দ-পুরঃ-গমান্**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ।

অনুবাদ

সর্বজ্ঞ পরমাত্মা হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই পরিস্থিতি বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পিতা নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃদ্ধ গোপদের কাছে বিনম্রভাবে প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গিরি-গোবর্ধন উত্তোলন লীলা সম্পাদন এবং ইন্দ্রের অহঙ্কার খণ্ডনের জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি চতুরতার সঙ্গে তাঁর পিতার নিকট আসন্ন যজ্ঞ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৩

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ ।
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ ॥ ৩ ॥

কথ্যতাম্—ব্যাখ্যা করুন; **মে**—আমার কাছে; **পিতঃ**—হে পিতা; **কঃ**—কি; **অয়ম্**—এই; **সম্ভ্রমঃ**—কার্যকলাপের ব্যস্ততা; **বঃ**—আপনাদের; **উপাগতঃ**—উপস্থিত হয়েছে; **কিম্**—কি; **ফলম্**—ফল; **কস্য**—কার; **বা**—এবং; **উদ্দেশঃ**—জন্য; **কেন**—কি উপায়ের দ্বারা; **বা**—এবং; **সাধ্যতে**—সম্পন্ন হয়; **মখঃ**—এই যজ্ঞ।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] হে পিতা, এই যে আপনাদের বিশাল উদ্যোগ কিসের জন্য তা দয়া করে আমার নিকট বর্ণনা করুন। কি উদ্দেশ্যে তা সাধিত হচ্ছে? এটি যদি একটি ধর্মীয় যজ্ঞ হয়, তা হলে কার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে এবং কি উপায়ে তা সম্পন্ন হতে চলেছে?

শ্লোক ৪

এতদ্ ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ ।
ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্বাত্মনামিহ ।
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ ॥ ৪ ॥

এতৎ—এই; **ব্রূহি**—বলুন; **মহান্**—অত্যন্ত; **কামঃ**—কামনা; **মহ্যম্**—আমাকে; **শুশ্রূষবে**—যে আন্তরিকভাবে শুনতে প্রস্তুত; **পিতঃ**—হে পিতা; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **গোপ্যম্**—গোপন রাখা হয়; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সাধূনাম্**—সাধুদের; **কৃত্যম্**—কার্যকলাপ; **সর্ব-আত্মনাম্**—যাঁরা সকলকে নিজেদের সমকক্ষ দর্শন করেন; **ইহ**—

এই জগতে; **অস্তি**—আছে; **অস্ব-পর-দৃষ্টীনাম্**—যাঁরা তাঁদের নিজেদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন না; **অমিত্র-উদাস্ত-বিদ্বিষাম্**—যাঁরা মিত্র, উদাসীন ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন না।

অনুবাদ

হে পিতা, দয়া করে আমাকে এই বিষয়ে বলুন। তা জানার জন্য আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তা শুনতে প্রস্তুত। সাধুগণ যাঁরা অন্য সকলকে নিজেদের সমকক্ষ দর্শন করেন, যাঁদের 'আমার' বা 'অন্যের' এরূপ ধারণা নেই এবং যাঁরা কে মিত্র, কে শত্রু আর কে উদাসীন তা বিবেচনা করেন না, তাঁরা নিঃসন্দেহে কোনও কিছুই গোপন রাখেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পিতা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, তাঁর পুত্র নিতান্ত শিশু, তাই বৈদিক যজ্ঞের বৈধতা বিষয়ে যথাযথ প্রশ্ন করতে পারবে না। কিন্তু এখানে ভগবানের চাতুর্যপূর্ণ কথায় নন্দ মহারাজ অবশ্যই বিশ্বাস করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ খেয়ালের বশে নয়, আন্তরিকভাবেই জিজ্ঞাসা করছেন এবং তাই তাঁকে যথার্থ উত্তরই দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৫

উদাসীনোঽরিবদ্ বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে ॥ ৫ ॥

উদাসীনঃ—যে নিরপেক্ষ; **অরি-বৎ**—ঠিক একজন শত্রুর ন্যায়; **বর্জ্যঃ**—পরিত্যক্ত হয়; **আত্ম-বৎ**—নিজমতাবলম্বী, আত্মতুল্য; **সুহৃৎ**—মিত্র; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

যে নিরপেক্ষ, তাকে শত্রুর মতো বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু নিজমতাবলম্বীকে মিত্ররূপে বিবেচনা করা উচিত।

তাৎপর্য

যদিও নন্দ মহারাজ মিত্র, শত্রু ও নিরপেক্ষ সকলের প্রতিই সামগ্রিকভাবে সমদর্শী ছিলেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজের পুত্র হলেও অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য মিত্র ছিলেন, আর তাই অন্তরঙ্গ আলোচনা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া উচিত ছিল না। পক্ষান্তরে, নন্দ মহারাজ হয়ত ভেবেছিলেন, গৃহস্থরূপে তিনি উচ্চস্তরের সাধুর মতো আচরণ করতে পারেন না, আর তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কেন বিশ্বাস করা উচিত এবং যজ্ঞের সামগ্রিক উদ্দেশ্য তাঁর কাছে প্রকাশ করা উচিত, সেই বিষয়ে আরও কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যেহেতু গর্গমুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র "নারায়ণের গুণাবলীর সমান" হবে এবং এই অল্পবয়স্ক বালক ইতিমধ্যেই বহু শক্তিশালী দানবকে পরাজিত ও হত্যা করেছে, তাই নন্দ মহারাজ তাঁর পিতৃগত মর্যাদার দুরত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

শ্লোক ৬

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা চ কর্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি ।
বিদুষঃ কর্মসিদ্ধিঃ স্যাদ্যথা নাবিদুষো ভবেৎ ॥ ৬ ॥

জ্ঞাত্বা—অবগত হয়ে; **অজ্ঞাত্বা**—অবগত না হয়ে; **চ**—ও; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **জনঃ**—সাধারণ মানুষ; **অয়ম্**—এই সকল; **অনুতিষ্ঠতি**—অনুষ্ঠান করে; **বিদুষঃ**—যিনি জ্ঞানী তাঁর পক্ষে; **কর্ম-সিদ্ধিঃ**—কর্মের ঈপ্সিত লক্ষ্য প্রাপ্তি; **স্যাৎ**—হয়; **যথা**—যেরূপ; **ন**—না; **অবিদুষঃ**—যে অজ্ঞ তার পক্ষে; **ভবেৎ**—ঘটে।

অনুবাদ

এই জগতের মানুষেরা যখন কর্মানুষ্ঠান করে, তখন কখনও কখনও তারা জানে যে, তারা কি করছে এবং কখনও-বা তা জানে না। যারা জানে যে, তারা কি করছে, তারা কর্মের সাফল্য লাভ করে, কিন্তু অজ্ঞ মানুষেরা তা পায় না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর পিতাকে বলছেন যে, মিত্রদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কিছু জানার পরই কেবল মানুষের উচিত কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করা। আমাদের কখনও ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসারী হওয়া উচিত নয়। যদি কোনও মানুষ না জানে যে, সে কি করছে, তা হলে কিভাবে সে তার কাজে সফল হতে পারে? এই শ্লোকে মূলত এটিই হচ্ছে ভগবানের যুক্তি। নন্দের শিশুপুত্র রূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতার ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে আগ্রহ প্রদর্শন করবেন, স্বাভাবিকভাবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত, আর পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রকে অনুষ্ঠানের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা।

শ্লোক ৭

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

তত্র তাবৎ—ঘটনাটি হচ্ছে যে; **ক্রিয়া-যোগঃ**—এই সকাম উদ্যম; **ভবতাম্**—আপনাদের; **কিম্**—কি না; **বিচারিতঃ**—শাস্ত্রসম্মত; **অথ বা**—অথবা; **লৌকিকঃ**

—সাধারণ প্রথার; তৎ—তা; মে—আমার নিকট; পৃচ্ছতঃ—জিজ্ঞাসা করছি; সাধু—স্পষ্টতভাবে; ভণ্যতাম্—তা বর্ণনা করা উচিত।

অনুবাদ

আপনাদের এই ধর্মীয় আচারগত উদ্যোগ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে আমার কাছে বর্ণনা করা উচিত। এই অনুষ্ঠানটি কি শাস্ত্রীয় নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা সাধারণ সমাজের একটি প্রথা মাত্র?

শ্লোক ৮

শ্রীনন্দ উবাচ

পর্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্তয়ঃ ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীনন্দঃ উবাচ—শ্রীনন্দ মহারাজ বললেন; পর্জন্যঃ—বৃষ্টি; ভগবান্—ভগবান; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র; মেঘাঃ—মেঘসমূহ; তস্য—তাঁর; আত্ম-মূর্তয়ঃ—ব্যক্তিগত প্রতিনিধি; তে—তারা; অভিবর্ষন্তি—প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টি প্রদান করে; ভূতানাম্—সমস্ত জীবের জন্য; প্রীণনম্—তৃপ্তি; জীবনম্—জীবনদায়ী শক্তি; পয়ঃ—জল।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ বললেন—ভগবান ইন্দ্র বৃষ্টির নিয়ন্তা। মেঘসমূহ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এবং তারা প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টির জল সরবরাহ করে, যা সমস্ত প্রাণীর প্রতি তৃপ্তি ও জীবনদায়ী শক্তি প্রদান করে থাকে।

তাৎপর্য

স্বচ্ছ বৃষ্টির জল ছাড়া পৃথিবী হয়ত কারও জন্যই খাদ্য অথবা পানীয়ের যোগান দিতে পারত না। তা ছাড়া, কোনও কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও থাকত না। তাই বৃষ্টির যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা কঠিন।

শ্লোক ৯

তং তাত বয়মন্যে চ বার্মুচাং পতিমীশ্বরম্ ।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ ॥ ৯ ॥

তম্—তাঁকে; তাত—হে বৎস; বয়ম্—আমরা; অন্যে—অন্যেরা; চ—ও; বাঃ-মুচাম্—মেঘেদের; পতিম্—পতি; ঈশ্বরম্—শক্তিশালী নিয়ন্তা; দ্রব্যৈঃ—বিভিন্ন দ্রব্য সহ; তৎ-রেতসা—তাঁরই বারি বর্ষণ দ্বারা; সিদ্ধৈঃ—উৎপন্ন; যজন্তে—পূজা করে; ক্রতুভিঃ—যজ্ঞের দ্বারা; নরাঃ—মানুষেরা।

অনুবাদ

হে বৎস, কেবল আমরাই নই, অন্যান্য বহু মানুষও বৃষ্টি প্রদানকারী মেঘেদের পতি ও ঈশ্বরস্বরূপ তাঁকে পূজা করে থাকে। আমরা তাঁরই বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন শস্য ও অন্যান্য পূজার দ্রব্য তাঁকে নিবেদন করে থাকি।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ ধৈর্য সহকারে তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে 'জীবনের বাস্তবতা' বর্ণনা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নন্দ ও বৃন্দাবনের অধিবাসীরা এক আশ্চর্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে ।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥ ১০ ॥

তৎ—সেই যজ্ঞের; **শেষেণ**—অবশিষ্টের দ্বারা; **উপজীবন্তি**—তারা তাদের জীবন ধারণ করে; **ত্রি-বর্গ**—ধর্ম, অর্থ ও কাম—মানব জীবনের তিনটি লক্ষ্য; **ফল-হেতবে**—ফলের জন্য; **পুংসাম্**—লোকদের জন্য; **পুরুষ-কারাণাম্**—মানুষের উদ্যমে নিয়োজিত; **পর্জন্যঃ**—ভগবান ইন্দ্র; **ফল-ভাবনঃ**—ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্পাদনের উপায়।

অনুবাদ

ইন্দ্রের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ গ্রহণের দ্বারা মানুষ তাদের জীবন ধারণ করে এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সম্পাদন করে। এভাবেই ভগবান ইন্দ্রই উদ্যমী মানুষের সকাম কর্মফলের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।

তাৎপর্য

কেউ হয়ত প্রতিবাদ করে বলতে পারে যে, কৃষিকাজ, শিল্প ইত্যাদির দ্বারা মানুষ তাদের জীবন ধারণ করে। কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের উদ্যম খাদ্য ও পানীয়ের উপর নির্ভর করে, যা প্রচুর বৃষ্টিপাত ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না। *ত্রিবর্গ* শব্দটির দ্বারা নন্দ মহারাজ আরও নির্দেশ করছেন যে, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয়, তা ধর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও প্রযোজ্য। মানুষদের যদি ভালভাবে ভোজন করতে দেওয়া না হয়, তা হলে কর্তব্য সম্পাদন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে এবং কর্তব্য সম্পাদন বিনা ধার্মিক হওয়া সুকঠিন।

শ্লোক ১১

য এনং বিসৃজেদ্ধর্মং পারম্পর্যাগতং নরঃ ।
কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ১১ ॥

যঃ—যে; **এনম্**—এই; **বিসৃজেৎ**—পরিত্যাগ করে; **ধর্মম্**—ধর্মনীতি; **পারম্পর্য**—পরম্পরাক্রমে; **আগতম্**—প্রাপ্ত; **নরঃ**—মানুষ; **কামাৎ**—কামবশত; **দ্বেষাৎ**—দ্বেষবশত; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **লোভাৎ**—অথবা লোভবশত; **সঃ**—সে; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ন আপ্নোতি**—লাভ করতে পারে না; **শোভনম্**—মঙ্গল।

অনুবাদ

এই ধর্মীয় নীতি নির্ভরযোগ্য পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা লোভবশত তা পরিত্যাগ করে, তারা নিশ্চিতভাবে সৌভাগ্য লাভে ব্যর্থ হবে।

তাৎপর্য

যদি কোনও ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা লোভবশত তার ধর্মীয় কর্তব্যে অবহেলা করে, তা হলে তার জীবন কখনই উজ্জ্বল বা সার্থক হবে না।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্ ।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বচঃ**—বাক্য; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজের; **তথা**—এবং আরও; **অন্যেষাম্**—অন্যান্যদের; **ব্রজৌকসাম্**—ব্রজবাসীগণের; **ইন্দ্রায়**—ইন্দ্রের; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **জনয়ন্**—উৎপন্ন করে; **পিতরম্**—তাঁর পিতার প্রতি; **প্রাহ**—বললেন; **কেশবঃ**—ভগবান কেশব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান কেশব (কৃষ্ণ) যখন তাঁর পিতা নন্দ ও অন্যান্য বয়স্ক ব্রজবাসীগণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপন্ন করার জন্য তিনি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্তভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান কৃষ্ণের কেবল একজন দেবতাকে অপমান করার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ভগবানের এক ক্ষুদ্র ভৃত্য ইন্দ্ররূপে যার ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করার কথা, তাঁর হৃদয়ে জাগরূক অহঙ্কারের বিশাল পর্বতটি

গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গিরি-গোবর্ধন উত্তোলনের দ্বারা এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-পূজা নামক এক আনন্দময় বাৎসরিক উৎসবের প্রবর্তন করলেন এবং তাঁর প্রেমিক ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সেই পর্বতের নীচে আরও কিছুদিন একসঙ্গে বাস করে তিনি আরও মনোরম লীলা উপভোগ করলেন।

শ্লোক ১৩

শ্রীভগবানুবাচ

কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে ।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কর্মণা**—কর্মের প্রভাব দ্বারাই; **জায়তে**—জন্মগ্রহণ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **এব**—কেবল; **প্রলীয়তে**—সে তার বিনাশের সম্মুখীন হয়; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **ভয়ম্**—ভয়; **ক্ষেমম্**—নিরাপত্তা; **কর্মণা এব**—কেবল কর্মের দ্বারা; **অভিপদ্যতে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—জীব কর্ম প্রভাবেই জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্মের দ্বারাই কেবল সে তার বিনাশের সম্মুখীন হয়। তার সুখ, দুঃখ, ভয় এবং নিরাপত্তা-বোধ সব কিছুই কর্মের ফলরূপে উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

কর্মবাদ বা কর্ম-মীমাংসা নামে পরিচিত মূলত পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদ দর্শনের কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের গুরুত্ব হ্রাস করেছিলেন। এই দর্শন অনুসারে, প্রকৃতির সূক্ষ্ম আইন রয়েছে যা আমাদের কর্ম অনুসারে পুরস্কার কিংবা শাস্তি প্রদান করে—'যেমন কর্ম তেমন ফল'। ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষ তার বর্তমান কর্মের ফল লাভ করে এবং এটিই বাস্তবতার মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়েও মধ্যম শ্রেণীর এই দর্শনের যথার্থ ঐকান্তিক প্রবক্তা ছিলেন না। অল্পবয়স্ক বালকের ভূমিকায় এই কথা বলে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের বিরক্ত করছিলেন মাত্র।

শ্রীল জীব গোস্বামী ইঙ্গিত করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভাবছিলেন, "আমার নিত্য পার্ষদেরা, আমার পিতা, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরূপে আবির্ভূত হয়ে, কেন ইন্দ্রের আরাধনায় সংশ্লিষ্ট হলেন?" এভাবেই যদিও ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করা ভগবানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিত্য ভক্তদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের মনোযোগকে অন্য কোন তথাকথিত ঈশ্বরের দিকে চালিত করার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভক্তগণ ইতিমধ্যেই সর্বশক্তিমান ভগবান স্বয়ং পরমতত্ত্বের সঙ্গেই জীবন যাপন করছেন।

শ্লোক ১৪

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্মণাম্ ।
কর্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥ ১৪ ॥

অস্তি—থাকেন; **চেৎ**—যদি অনুমানে; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ফল-রূপী**—কর্মফল প্রদাতা; **অন্য-কর্মণাম্**—অপরের কর্মের; **কর্তারম্**—কর্মের অনুষ্ঠাতা; **ভজতে**—নির্ভর করে; **সঃ**—তিনি; **অপি**—ও; **ন**—না; **হি**—যাই হোক; **অকর্তুঃ**—যে কর্ম করে না তার; **প্রভুঃ**—প্রভু; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **সঃ**—তিনি।

অনুবাদ

অপরের কর্মফল প্রদাতা কোনও পরম নিয়ন্তা যদি থাকেন (অনুমান হয়), তা হলে তাঁকেও অবশ্যই অনুষ্ঠানকারীর কর্মের উপর নির্ভর করতে হয়। যাই হোক, কর্ম অনুষ্ঠিত না হলে কর্মফল প্রদান করার কোনও প্রশ্নই থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কোনও পরম নিয়ন্তা যদি থাকেন, তাঁকে অবশ্যই ফল দানের জন্য অনুষ্ঠানকারীর কর্মের উপর নির্ভর করতে হবে এবং তাই শুভ ও অশুভ বিধি অনুসারে বদ্ধ জীবদের সুখ ও দুঃখ প্রদানে বাধ্য হবার ফলে তিনিও অবশ্যই কর্মবিধির অধীন হবেন।

এই অগভীর যুক্তি আসল বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে, পাপ ও পুণ্যকর্মের শুভ ও অশুভ ফল নির্দেশক প্রকৃতির বিধানও স্বয়ং সর্ব মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি। এই আইনের স্রষ্টা ও পালক হবার ফলে, ভগবান সেগুলির অধীন হয়ে পড়েন না। তা ছাড়া, যেহেতু তিনি নিজের মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত, ভগবান তাই বদ্ধ জীবের কর্মের উপর নির্ভরশীল নন। তাঁর সর্ব করুণাময় স্বভাব অনুযায়ী তিনি আমাদের কর্মের যথাযথ ফল প্রদান করেন। যাকে আমরা নিয়তি, ভাগ্য বা কর্ম বলি, তা পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের এক বিশদ ও সূক্ষ্ম পন্থা, যার উদ্দেশ্য শুদ্ধ চেতনার স্তরে বদ্ধ জীবদের আদি, স্বরূপগত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাদের উন্নত করে তোলা।

পরমেশ্বর ভগবান মানুষের আচরণের জন্য শাস্তি ও পুরস্কার নিয়ন্ত্রণ করে এত নিপুণতার সঙ্গে জড়া প্রকৃতির আইনের রূপদান ও প্রয়োগ করেছেন যে, জীব নিত্য শাশ্বত আত্মারূপে তার স্বতন্ত্র ইচ্ছায় বিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ ছাড়াই পাপে নিরুৎসাহিত এবং সত্ত্বগুণে উৎসাহিত হয়।

জড়া প্রকৃতির বৈপরীত্যে চিন্ময় জগতে ভগবান তাঁর অপরিহার্য প্রকৃতি অভিব্যক্ত করেন, সেখানে তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে তিনি নিত্য প্রেমের বিনিময়

করেন। ভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে উভয়েরই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে এমন প্রেম বিনিময় হয়ে থাকে—একই স্বার্থান্বেষী আগ্রহ চরিতার্থতার অভ্যাসে পারস্পরিক চাওয়া-পাওয়ার মাঝে তা হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় বারংবার এই জগতের বদ্ধ জীবকে জড় জগৎ ভোগ করার উদ্ভট প্রচেষ্টা ত্যাগ করে সচ্চিদানন্দময় জীবনের জন্য ভগবৎ-ধামে তার স্বগৃহে ফিরে যাবার সুযোগ প্রদান করেন। এই সমস্ত কথাগুলি বিবেচনা করে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে লীলাচঞ্চল ভাব নিয়ে যে সব নিরীশ্বরবাদী যুক্তি প্রদান করেছেন তা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ না করাই উচিত।

শ্লোক ১৫

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্মানুবর্তিনাম্ ।
অনীশেনান্যথা কর্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

কিম্—কি; **ইন্দ্রেণ**—ইন্দ্রের দ্বারা; **ইহ**—এখানে; **ভূতানাম্**—জীবদের জন্য; **স্ব-স্ব**—তাদের নিজ নিজ; **কর্ম**—সকাম কর্মের; **অনুবর্তিনাম্**—যারা ফলসমূহ ভোগ করছে; **অনীশেন**—(ইন্দ্র) যিনি অসমর্থ; **অন্যথা**—অন্যথা; **কর্তুম্**—করতে; **স্বভাব**—তাদের বদ্ধ অবস্থার দ্বারা; **বিহিতম্**—যা ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত; **নৃণাম্**—মানুষদের জন্য।

অনুবাদ

এই জগতে জীবেরা তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। যেহেতু মানুষদের স্বভাবজাত ভাগ্য ইন্দ্র কোনভাবেই পরিবর্তন করতে পারেন না, তা হলে মানুষ কেন তাঁকে পূজা করবে?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি এখানে স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করছে না। যদি কেউ কর্মের জড় জাগতিক ফলভোগের প্রতিক্রিয়াজনিত তত্ত্ব স্বীকার করেন, তা হলে আমাদের বর্তমান প্রারব্ধ কর্মের ফল প্রদানকারী বিধিনিয়মাদির সূত্রাবলী থেকে নিজেরাই আমাদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে নেব। আমাদের পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে আমাদের এই জীবনের সুখ ও দুঃখ ইতিমধ্যেই নির্ধারিত ও স্থির হয়ে গিয়েছে এবং এমন কি দেবতারা পর্যন্ত তা পরিবর্তন করতে পারেন না। আমাদের পূর্ববর্তী কর্মের দ্বারা তাঁরা অবশ্যই আমাদের প্রাপ্য সৌভাগ্য বা দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা স্বাস্থ্য, সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন। যাই হোক, আমরা তবুও এই জীবনের শুভ বা অশুভ ধরনের কর্ম নির্ণয় করার স্বাধীনতা বজায় রাখি এবং আমাদের বর্তমান পছন্দটি আমাদের ভবিষ্যতের দুঃখ ও সুখকে নির্ধারণ করবে।

উদাহরণ-স্বরূপ, যদি আমার গত জীবনে আমি ধার্মিক হয়ে থাকি, তা হলে এই জীবনে দেবতাগণ আমাকে বিরাট জাগতিক সম্পদ প্রদান করতে পারেন। কিন্তু সেই সম্পদ শুভ কিংবা অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যয় করার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আমার পছন্দটি আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে নির্ধারণ করবে। এইভাবে, যদিও কেউ এই জীবনে তার প্রাপ্য কর্মফল পরিবর্তন করতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকেই তবু তার স্বাধীন ইচ্ছাটি বজায় রাখে, যার দ্বারা সে তার ভবিষ্যৎ অবস্থাটি কেমন হবে তা নির্ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিটি এখানে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; যাই হোক, আমরা যে সকলে ভগবানের নিত্য দাস এবং আমাদের সকল কর্মের দ্বারা তাঁকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করা উচিত, বহুচর্চিত এই বিবেচনাটি এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ততে ।
স্বভাবস্থমিদং সর্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১৬ ॥

স্বভাব—তার স্বভাবের; **তন্ত্রঃ**—নিয়ন্ত্রণের অধীন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **জনঃ**—মানুষ; **স্বভাবম্**—তার স্বভাব; **অনুবর্ততে**—সে অনুসরণ করে; **স্বভাব-স্থম্**—স্বভাবে অবস্থিত; **ইদম্**—এই জগৎ; **সর্বম্**—সমগ্র; **স**—একত্রে; **দেব**—দেবতা; **অসুর**—দানব; **মানুষম্**—এবং মানুষ।

অনুবাদ

প্রত্যেকেই তার নিজ স্বভাবের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সমস্ত দেবতা, দানব ও মানুষ সহ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

পূর্বোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত যুক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু সব কিছুই *স্বভাব* বা কারও বদ্ধ অবস্থার উপর নির্ভরশীল, তা হলে ভগবান বা দেবতাদের পূজা করা হয় কেন? *স্বভাব* বা বদ্ধ অবস্থা যদি সর্বশক্তিমান হত, তা হলে এই যুক্তিটি মহিমান্বিত হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা নয়। পরম নিয়ন্তা রয়েছেন এবং আমাদের অবশ্যই তাঁকে পূজা করতে হবে, যা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করবেন। সে যাই হোক, আপাতত তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের বিরক্ত করেই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৭

দেহানুচ্চাবচাঞ্জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা ।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

দেহান্—জড় দেহ; **উচ্চ-অবচান্**—উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর; **জন্তুঃ**—বদ্ধ জীব; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **উৎসৃজতি**—পরিত্যাগ করে; **কর্মণা**—তার জাগতিক কর্মফলের দ্বারা; **শত্রুঃ**—তার শত্রু; **মিত্রম্**—মিত্র; **উদাসীনঃ**—এবং উদাসীন; **কর্ম**—জাগতিক কর্ম; **এব**—কেবল; **গুরুঃ**—তার গুরু; **ঈশ্বরঃ**—তার ঈশ্বর।

অনুবাদ

যেহেতু কর্মই বদ্ধ জীবের বিভিন্ন উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর জড় দেহসমূহ গ্রহণ ও ত্যাগের কারণ, তাই এই কর্মই তার শত্রু, মিত্র, উদাসীন সাক্ষী, তার গুরু ও নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর।

তাৎপর্য

দেবতারাও কর্মের বিধান দ্বারা আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। সেই ইন্দ্র স্বয়ং কর্মের বিধানের অধীন, যা *ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৪)* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—*যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্মবন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।* পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ সমস্ত জীবকেই তাদের যথাযথ কর্মের ফল প্রদান করেন। এটি স্বর্গের প্রভু শক্তিমান ইন্দ্রের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই ইন্দ্রগোপ নামক ক্ষুদ্র কীটের ক্ষেত্রেও সত্য। *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/২০) বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।* বিভিন্ন জাগতিক কামনার ফলে যাদের বুদ্ধি অপহৃত হয়েছে, তারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা ছেড়ে দেব-দেবীর শরণাগত হয়। বাস্তবিকপক্ষে, দেবতারা স্বাধীনভাবে কাউকেই কল্যাণ প্রদান করতে পারেন না, যেমন *গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—*ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্* । সকল কল্যাণই শেষ পর্যন্ত স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত হয়।

তাই এই কথা বললে ভুল হবে না যে, যেহেতু দেবতারাও কর্মের বিধানের অধীন, তাই দেবতার আরাধনা অর্থহীন। বাস্তবিকপক্ষে, এটিই বিষয়বস্তু। কিন্তু পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ কর্মের বিধানের অধীন নন; বরং, স্বাধীনভাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহ প্রদান বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। এই কথাটি উপরে উদ্ধৃত *ব্রহ্মসংহিতার* শ্লোকটিতে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সেখানে তৃতীয় পংক্তিতে বলা হয়েছে *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্*—"যাঁরা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত তাঁদের সঞ্চিত সমস্ত কর্ম পরমেশ্বর ভগবান দহন করেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল জাগতিক কর্মবিধানের ঊর্ধ্বে তাই নন, প্রেমময়ী সেবা দ্বারা যিনি তাঁকে সন্তোষ

বিধান করেন তাঁরই কর্মবিধান তিনি তৎক্ষণাৎ রোধ করতে পারেন। এভাবেই একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানেরই এই পরম স্বাধীনতা আছে এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে আমরা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ১৮

তস্মাৎসম্পূজয়েৎকর্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকৃৎ ।
অঞ্জসা যেন বর্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥ ১৮ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **সম্পূজয়েৎ**—সম্পূর্ণভাবে আরাধনা করা উচিত; **কর্ম**—তার নির্দিষ্ট কর্মের; **স্বভাব**—তার নিজের বদ্ধ স্বভাবগত অবস্থায়; **স্থঃ**—অবস্থান করে; **স্ব-কর্ম**—তার নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য; **কৃৎ**—অনুষ্ঠান করে; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **যেন**—যার দ্বারা; **বর্তেত**—জীবন যাপন করে; **তৎ**—তা; **এব**—অবশ্যই; **অস্য**—তার; **হি**—বস্তুত; **দৈবতম্**—আরাধ্য বিগ্রহ।

অনুবাদ

সুতরাং আন্তরিকভাবে কর্মেরই পূজা করা উচিত। মানুষের উচিত তার স্বভাবগত অবস্থায় অবস্থান করে তার নিজের কর্তব্য অনুষ্ঠান করা। বাস্তবিকই, যার দ্বারা আমরা ভালভাবে জীবন ধারণ করতে পারি, সেটিই আমাদের আরাধ্য বিগ্রহ।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আধুনিক অদ্ভুত দর্শনটি উপস্থাপন করেছেন যে, আমাদের কর্ম বা পেশাই প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং তাই আমাদের কেবলমাত্র কর্মেরই পূজা করা উচিত। গভীরভাবে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের কর্ম জড়া প্রকৃতির সঙ্গে জড় দেহের পারস্পরিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, যা *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৮) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আরও গুরুত্ব সহকারে বলছেন—*গুণা গুণেষু বর্তন্ত।* *কর্মমীমাংসা* দর্শন অনুমোদন করে যে, এই জীবনের শুভ কর্ম পরবর্তী জন্মে আমাদের আরও উন্নত জীবন প্রদান করবে। এই কথা যদি সত্য হয়, তা হলে নিশ্চয়ই দেহ থেকে পৃথক বিভিন্ন ধরনের চেতন আত্মা রয়েছে। আর যদি তাই হয়, তা হলে চিন্ময় আত্মা কেন জড়া প্রকৃতির সঙ্গে অনিত্য দেহের পারস্পরিক ক্রিয়াকে পূজা করবে? *সম্পূজয়েৎ কর্ম* কথাটি যদি এখানে অর্থ করে যে, আমাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মের আইনকে কারও পূজা করা উচিত, তা হলে কেউ বিচক্ষণতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে পারে, আইনকে পূজা করার অর্থ কি এবং বস্তুত, এই ধরনের আইনের উৎস কি হতে পারে এবং কে সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আইন সৃষ্ট হয়েছে অথবা জগতকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে এরূপ

বলা একটি অর্থহীন প্রস্তাবনা, কারণ আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন কিছুই নেই যা নির্দেশ করে যে, তা অস্তিত্বময় অবস্থা উৎপন্ন করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, স্বয়ং কৃষ্ণই পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং এই বাস্তব সিদ্ধান্ত এই অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ১৯

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি ।
ন তস্মাদ্ বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্যসতী যথা ॥ ১৯ ॥

আজীব্য—তার জীবন প্রতিপালনের জন্য; **একতরম্**—এক; **ভাবম্**—বস্তু; **যঃ**—যে; **তু**—কিন্তু; **অন্যম্**—অন্য; **উপজীবতি**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **ন**—না; **তস্মাৎ**—তার থেকে; **বিন্দতে**—লাভ করতে পারে; **ক্ষেমম্**—প্রকৃত কল্যাণ; **জারাৎ**—উপপতির থেকে; **নারী**—একজন স্ত্রীলোক; **অসতী**—যে অসতী; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

যদি কোনও বস্তু বাস্তবিকই আমাদের জীবন প্রতিপালন করে, কিন্তু আমরা যদি অন্য বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে আমরা কিভাবে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব? আমরা তখন এক অসতী স্ত্রীলোকের মতো হয়ে যাব, যে তার উপপতির সঙ্গে থেকে কখনও কোনও প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

ক্ষেমম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ, কেবলমাত্র অর্থের সঞ্চয় নয়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলিষ্ঠ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ঠিক যেমন কোনও স্ত্রীলোক একজন অবৈধ প্রেমিকের কাছ থেকে প্রকৃত মর্যাদা বা ভালবাসা লাভ করতে পারে না, বৃন্দাবনের অধিবাসীরাও তেমনই তাঁদের সম্পদের প্রকৃত উৎসকে অবহেলা করে এবং তার পরিবর্তে ইন্দ্রের পূজা করার মাধ্যমে কখনই সুখী হতে পারবে না। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, শিশু কৃষ্ণ তাঁর পিতা এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে যে ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন, সেটি তাঁর অপ্রাকৃত ক্রোধ প্রদর্শন, কারণ তিনি দেখলেন তাঁর নিত্য ভক্তগণ এক সামান্য দেবতার পূজা করছেন।

শ্লোক ২০

বর্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ ।
বৈশ্যস্তু বার্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥ ২০ ॥

বর্তেত—জীবন ধারণ করেন; **ব্রহ্মণা**—বেদের দ্বারা; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ; **রাজন্যঃ**—ক্ষত্রিয়; **রক্ষয়া**—সুরক্ষার দ্বারা; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য; **তু**—পক্ষান্তরে;

বার্তয়া—বাণিজ্যের দ্বারা; **জীবেৎ**—জীবন ধারণ করবেন; **শূদ্রঃ**—শূদ্র; **তু**—এবং; **দ্বিজ-সেবয়া**—দ্বিজন্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ তাঁর জীবন বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দ্বারা, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর সুরক্ষার দ্বারা, বৈশ্য ব্যবসার দ্বারা এবং শূদ্র উচ্চ, দ্বিজ শ্রেণীবর্গের সেবার দ্বারা জীবন ধারণ করেন।

তাৎপর্য

কর্মের মহিমা কীর্তন করার পর, শ্রীকৃষ্ণ এখন কারও স্বভাবজাত নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ বলতে তিনি কি অর্থ প্রকাশ করেছেন তা বিশ্লেষণ করছেন। তিনি কোনও খামখেয়ালী কর্মের কথা বলেননি, বরং *বর্ণাশ্রম বা* বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থায় নির্দেশিত ধর্মীয় কর্তব্যের কথাই উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ২১

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তূর্যমুচ্যতে ।
বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥ ২১ ॥

কৃষি—কৃষি; **বাণিজ্য**—বাণিজ্য; **গো-রক্ষা**—এবং গোরক্ষা; **কুসীদম্**—সুদের কারবার; **তূর্যম্**—চতুর্থ; **উচ্যতে**—বলা হয়; **বার্তা**—উপজীবিকা; **চতুঃ-বিধা**—চার রকমের; **তত্র**—এগুলির মধ্যে; **বয়ম্**—আমরা; **গো-বৃত্তয়ঃ**—গোরক্ষাতেই নিয়োজিত; **অনিশম্**—অনবরত।

অনুবাদ

কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও সুদের কারবার—এই চারটি বৈশ্যদের উপজীবিকা। তার মধ্যে একটি সম্প্রদায়রূপে আমরা সর্বদাই গোরক্ষাতেই নিয়োজিত থাকি।

শ্লোক ২২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ ।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—এবং তমোগুণ; **ইতি**—এভাবেই; **স্থিতি**—স্থিতি; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অন্ত**—এবং বিনাশের; **হেতবঃ**—কারণ; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **উৎপদ্যতে**—উৎপন্ন হয়; **বিশ্বম্**—এই জগৎ; **অন্যোন্যম্**—পুরুষ ও স্ত্রীর সংযোগের দ্বারা; **বিবিধম্**—বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ ও তম—প্রকৃতির এই তিনটি গুণই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। বিশেষত, রজোগুণ এই জগৎ সৃষ্টি করে এবং স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগের মাধ্যমে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

গো ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহ অবশ্যই বৃষ্টি সরবরাহকারী ইন্দ্রের উপর নির্ভরশীল এই ধরনের সম্ভাব্য প্রতিবাদ আন্দাজ করে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে নাস্তিক সাংখ্যবাদ নামে পরিচিত অস্তিত্বের একটি অধিযন্ত্রবাদী মতবাদের অবতারণা করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে, আপাত প্রতীয়মান প্রকৃতির যান্ত্রিক কার্যাবলীর প্রতি একচেটিয়া কার্য-কারণ-সম্বন্ধ আরোপ করার চেষ্টা হচ্ছে একটি সুপ্রাচীন প্রবণতা। আজকের মানব-সমাজে সুপরিচিত মতবাদটিকে শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর আগেই উল্লেখ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্বতঃ ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

রজসা—রজোগুণের দ্বারা; **চোদিতাঃ**—চালিত; **মেঘাঃ**—মেঘরাশি; **বর্ষন্তি**—বর্ষণ করে; **অম্বূনি**—তাদের জল; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **প্রজাঃ**—জনগণ; **তৈঃ**—সেই জলের দ্বারা; **এব**—কেবল; **সিধ্যন্তি**—তাদের জীবন ধারণ করে; **মহা-ইন্দ্রঃ**—শক্তিশালী ইন্দ্র; **কিম্**—কি; **করিষ্যতি**—করতে পারে।

অনুবাদ

রজোগুণের দ্বারা চালিত হয়ে মেঘরাশি সর্বত্র তাদের বারি বর্ষণ করে এবং এই বৃষ্টির দ্বারা সমস্ত জীব তাদের জীবন ধারণ করে। এই ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী ইন্দ্রের আর কিই বা করার আছে?

তাৎপর্য

মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি—"যেহেতু রজোগুণ দ্বারা চালিত মেঘরাশির দ্বারা প্রেরিত বৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের খাদ্য উৎপন্ন করছে, তাই শক্তিশালী ইন্দ্রের কি প্রয়োজন?"—এই কথা শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অস্তিত্বের অধিযন্ত্রবাদী ব্যাখ্যা অব্যাহত রেখেছেন। *সর্বতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে সুমিষ্ট জলের প্রয়োজন নেই, মেঘরাশি উদারভাবে এমন কি সেই সমুদ্র, পাহাড় ও অনুর্বর ভূমিতে তাদের বারি বর্ষণ করে।

শ্লোক ২৪

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্ ।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥ ২৪ ॥

ন—নয়; **নঃ**—আমাদের জন্য; **পুরঃ**—নগর; **জন-পদাঃ**—জনপদ; **ন**—নয়; **গ্রামাঃ**—গ্রাম; **ন**—নয়; **গৃহাঃ**—গৃহ; **বয়ম্**—আমরা; **বন-ওকসঃ**—বনে বাস করে; **তাত**—হে পিতা; **নিত্যম্**—সর্বদা; **বন**—বনে; **শৈল**—এবং পাহাড়ের উপরে; **নিবাসিনঃ**—বাস করি।

অনুবাদ

হে পিতা, আমাদের বাসস্থান নগরে, জনপদে বা গ্রামে নয়। বনবাসী হবার ফলে, আমরা সর্বদাই বনে ও পাহাড়েই বাস করি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে নির্দেশ করছেন যে, বৃন্দাবনের অধিবাসীদের গিরি-গোবর্ধন ও বৃন্দাবনের অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত এবং ইন্দ্রের মতো কোনও সম্পর্কহীন দেবতার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর যুক্তি শেষ করে, শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকে একটি চূড়ান্ত প্রস্তাব করলেন।

শ্লোক ২৫

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **গবাম্**—গাভীদের; **ব্রাহ্মণানাম্**—ব্রাহ্মণগণের; **অদ্রেঃ**—এবং (গোবর্ধন) পর্বতের; **চ**—ও; **আরভ্যতাম্**—শুরু করা হোক; **মখঃ**—যজ্ঞ; **যে**—যা; **ইন্দ্র-যাগ**—ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য; **সম্ভারাঃ**—উপকরণসমূহ; **তৈঃ**—সেগুলির দ্বারা; **অয়ম্**—এই; **সাধ্যতাম্**—তা অনুষ্ঠিত হতে পারে; **মখঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

সুতরাং গো, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধনের সন্তুষ্টির জন্য একটি যজ্ঞ শুরু করা যেতে পারে! ইন্দ্রের পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণসমূহের দ্বারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোক।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *গোব্রাহ্মণহিত* অর্থাৎ গাভী ও ব্রাহ্মণদের হিতকারী বন্ধুরূপে বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ করে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে তাঁর প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন কারণ যাঁরা ধর্মীয় বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত তিনি সর্বদাই তাঁদের প্রতি অনুরক্ত।

শ্লোক ২৬

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ ।
সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

পচ্যন্তাম্—পাক করা হোক; **বিবিধাঃ**—নানা প্রকার; **পাকাঃ**—ভক্ষ্য সামগ্রীসকল; **সূপ-অন্তাঃ**—সবজির সূপ পর্যন্ত; **পায়স-আদয়ঃ**—পায়সান্ন থেকে শুরু করে; **সংযাব-আপূপ**—ভাজা ও সেঁকা পিষ্টক; **শষ্কুল্যঃ**—চাউলের গুঁড়া থেকে তৈরি বড় ও গোল পিষ্টক; **সর্ব**—সমস্ত; **দোহঃ**—গাভীকে দোহন করে যা পাওয়া যায়; **চ**—এবং; **গৃহ্যতাম্**—তা গ্রহণ করা হোক।

অনুবাদ

পায়সান্ন থেকে শুরু করে সবজির সূপ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ভক্ষ্য সামগ্রীসকল পাক করা হোক! নানা রকমের ভাজা ও সেঁকা উভয়বিধ শৌখিন পিঠা তৈরি করা উচিত। আর প্রাপ্য দুগ্ধজাত সমস্ত দ্রব্যাদি এই যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করা উচিত।

তাৎপর্য

সূপ শব্দটির মাধ্যমে শিম ও বরবটি উভয় এবং সবজির সূপকে নির্দেশ করা হয়েছে। এভাবেই গোবর্ধন পূজা অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ সূপাদি গরম পদ, পায়সান্নের মতো ঠাণ্ডা পদ এবং দুগ্ধজাত সমস্ত পদ চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭

হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
অন্নং বহুগুণং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ ॥ ২৭ ॥

হূয়ন্তাম্—আবাহন করা উচিত; **অগ্নয়ঃ**—যজ্ঞাগ্নিতে; **সম্যক্**—যথাযথভাবে; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণগণ দ্বারা; **ব্রহ্মবাদিভিঃ**—যাঁরা বেদজ্ঞ; **অন্নম্**—ভক্ষ্য সামগ্রী; **বহু-গুণম্**—উত্তমরূপে প্রস্তুত; **তেভ্যঃ**—তাঁদের; **দেয়ম্**—দান করা উচিত; **বঃ**—আপনার দ্বারা; **ধেনু-দক্ষিণাঃ**—গাভী ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী দক্ষিণারূপে।

অনুবাদ

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথাযথভাবে যজ্ঞাগ্নিতে আবাহন করুন। তার পর সেই ব্রাহ্মণগণকে আপনি উত্তমরূপে পাক করা ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করান এবং গাভী ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী তাঁদের দক্ষিণাস্বরূপ দান করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা ও বৃন্দাবনের অন্যান্য অধিবাসীদের যজ্ঞের গুণগত মান নিশ্চিত করতে এবং নন্দ ও অন্যান্যদের এরূপ একটি যজ্ঞের ধারণায় বিশ্বাস স্থাপনে অনুপ্রাণিত করতে এই বৈদিক যজ্ঞের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এভাবেই ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, নিয়মিত যজ্ঞাগ্নি ও যথাযথভাবে দান বিতরণ অবশ্যই আবশ্যক। আর এই সমস্ত কিছুই ভগবানের নির্দেশে করা হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ ।
যবসং চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্যেভ্যঃ—অন্যান্যদের; **চ**—ও; **আ-শ্ব-চণ্ডাল**—কুকুর ও চণ্ডালদেরও; **পতিতেভ্যঃ**—এই প্রকার পতিত জনকে; **যথা**—যেমন; **অর্হতঃ**—যথাযোগ্য; **যবসম্**—তৃণ; **চ**—এবং; **গবাম্**—গাভীদের; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **গিরয়ে**—গিরি-গোবর্ধনকে; **দীয়তাম্**—নিবেদন করা উচিত; **বলিঃ**—শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অনুবাদ

কুকুর ও চণ্ডালের মতো পতিত জনসহ প্রত্যেককে যথাযথ ভক্ষ্য সামগ্রী প্রদান করার পর, আপনি গাভীদের তৃণ দান করুন এবং তার পর গিরি-গোবর্ধনকে আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করুন।

শ্লোক ২৯

সুলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ সুনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ ।
প্রদক্ষিণাং চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্বতান্ ॥ ২৯ ॥

সু-অলঙ্কৃতাঃ—সুন্দরভাবে অলঙ্কার ধারণ; **ভুক্তবন্তঃ**—তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করে; **সু-অনুলিপ্তাঃ**—চন্দনে লিপ্ত হয়ে; **সুবাসসঃ**—উত্তম বস্ত্র পরিধান করে; **প্রদক্ষিণাম্**—প্রদক্ষিণ; **চ**—এবং; **কুরুত**—আপনি করুন; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণ; **অনল**—যজ্ঞের অগ্নি; **পর্বতান্**—এবং গিরি-গোবর্ধনকে।

অনুবাদ

প্রত্যেকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করার পর, আপনারা সকলে সুন্দরভাবে অলঙ্কার ও বসনে সজ্জিত হয়ে, দেহকে চন্দন দিয়ে অনুলিপ্ত করুন এবং তার পর গাভী, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞাগ্নি ও গিরি-গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করুন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, সমস্ত মানুষ এমন কি পশুরাও চমৎকার *ভগবৎ-প্রসাদম্*, অর্থাৎ ভগবানকে নিবেদিত পবিত্র ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করুক। উৎসবোচিত মনোভাবের দ্বারা তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাঁদের উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত হতে এবং চন্দন অনুলেপনের দ্বারা তাঁদের দেহকে পুনরায় সতেজ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কর্তব্যটি হচ্ছে পবিত্র ব্রাহ্মণ, গাভী, যজ্ঞাগ্নি এবং বিশেষত গিরি-গোবর্ধনকে প্রদক্ষিণ করা।

শ্লোক ৩০

এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে ।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যং চ দয়িতো মখঃ ॥ ৩০ ॥

এতৎ—এই; **মম**—আমার; **মতম্**—মত; **তাত**—হে পিতা; **ক্রিয়তাম্**—এর অনুষ্ঠান করতে পারেন; **যদি**—যদি; **রোচতে**—রুচিকর হয়; **অয়ম্**—এই; **গোব্রাহ্মণ-অদ্রীণাম্**—গাভী, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধনের জন্য; **মহ্যম্**—আমার জন্য; **চ**—ও; **দয়িতঃ**—প্রীতিজনক; **মখঃ**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

হে পিতা, এটিই আমার মত এবং যদি তা আপনার রুচিকর হয়, তা হলে আপনি এর অনুষ্ঠান করতে পারেন। এই প্রকার যজ্ঞ গাভী, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্ধন এবং আমারও অতি প্রিয়।

তাৎপর্য

যা কিছুই ব্রাহ্মণ, গাভী ও স্বয়ং ভগবানের প্রীতিকারক তা শুভ এবং সমগ্র জগতের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক। আধ্যাত্মিক পথে অন্ধ 'আধুনিক' মানুষেরা এই কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং তার পরিবর্তে 'বৈজ্ঞানিক' পন্থা গ্রহণ করে জীবনকে চালিত করে সমগ্র জগতকে দ্রুত ধ্বংস করছে।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পজিঘাংসয়া ।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **কাল-আত্মনা**—কালশক্তি রূপে প্রকাশ করে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **শক্র**—ইন্দ্রের; **দর্প**—অহঙ্কার;

জিঘাংসয়া—চূর্ণ করার ইচ্ছায়; **প্রোক্তম্**—যা বলা হয়েছিল; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **নন্দ-আদ্যাঃ**—নন্দ এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ গোপগণ; **সাধু**—সম্যকরূপে; **অগৃহ্ণন্ত**—তাঁরা গ্রহণ করলেন; **তৎ-বচঃ**—তাঁর কথা।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্বয়ং শক্তিশালী কালস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের মিথ্যা গর্ব চূর্ণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। যখন নন্দ ও বৃন্দাবনের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলেন, তখন তাঁরা তা যথাযথরূপে গ্রহণ করলেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

তথা চ ব্যদধুঃ সর্বং যথাহ মধুসূদনঃ ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥ ৩২ ॥
উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্ ।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৩ ॥

তথা—এভাবেই; **চ**—এবং; **ব্যদধুঃ**—তাঁরা সম্পাদন করলেন; **সর্বম্**—সমস্ত কিছু; **যথা**—যেমন; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **মধুসূদনঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **বাচয়িত্বা**—(ব্রাহ্মণদের দ্বারা) পাঠ করিয়ে; **স্বস্তি-অয়নম্**—মঙ্গলময় মন্ত্র; **তৎ-দ্রব্যেণ**—ইন্দ্রযজ্ঞের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা; **গিরি**—পর্বত; **দ্বিজান্**—এবং ব্রাহ্মণদের; **উপহৃত্য**—নিবেদন করে; **বলীন্**—শ্রদ্ধার্ঘ্য; **সম্যক্**—সকলে একসঙ্গে; **আদৃতাঃ**—সাদরে; **যবসম্**—তৃণ; **গবাম্**—গাভীদিগকে; **গো-ধনানি**—বলদ, গাভী ও গোবৎসদের; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রবর্তী করে; **গিরিম্**—পর্বতের; **চক্রুঃ**—তাঁরা অনুষ্ঠান করলেন; **প্রদক্ষিণম্**—প্রদক্ষিণ।

অনুবাদ

গোপ-সম্প্রদায় তখন মধুসূদনের প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত কিছুই করলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণদের দিয়ে মঙ্গলময় বৈদিক মন্ত্র পাঠ করালেন এবং ইন্দ্রের যজ্ঞের জন্য নির্দিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন ও ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁরা গাভীগুলিকেও তৃণ দান করেছিলেন। তার পর গাভী, বলদ ও গোবৎসদের তাঁদের সম্মুখে স্থাপন করে, তাঁরা গিরি-গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করলেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন; সেটিই ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার তাৎপর্য। ভগবানের নিত্য পার্ষদ হওয়ার ফলে, তাঁরা শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের বা তাঁর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

তাঁরা নিশ্চিতভাবে অধিযন্ত্রবাদী দর্শনেও আগ্রহী ছিলেন না, যা কৃষ্ণ এইমাত্র তাঁদের বলেছেন। তাঁরা কেবলমাত্র কৃষ্ণকে ভালবাসেন এবং গভীর প্রীতিবশত তিনি যা অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা ঠিক তা-ই করেছিলেন।

যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর মধ্যে ধারণ করেন, সেই পরম-তত্ত্বের প্রতি যেহেতু তাঁরা অনুরক্ত ছিলেন, তাই তাঁদের সেই সরল প্রীতিপূর্ণ মানসিকতা সঙ্কীর্ণচেতা বা অজ্ঞতাপূর্ণ ছিল না। এভাবেই বৃন্দাবনের অধিবাসীগণ নিরন্তর অন্যান্য সকল তত্ত্বের অবলম্বন-স্বরূপ সর্বোচ্চ, অপরিহার্য তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করেন---এবং সেটিই হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সর্বকারণের পরম কারণস্বরূপ এবং যিনি অস্তিত্বশীল সমগ্র সৃষ্টি ধারণ করেন। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা সেই পরম-তত্ত্বের প্রেমময়ী সেবায় অভিভূত হতেন; তাই তাঁরা ছিলেন সমগ্র জীবের মধ্যে পরম ভাগ্যবান, পরম বুদ্ধিমান এবং পরম বাস্তবধর্মী।

শ্লোক ৩৪

অনাংস্যনড়ুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥ ৩৪ ॥

অনাংসি—শকটে; **অনড়ুৎ-যুক্তানি**—বৃষবাহিত; **তে**—তাঁরা; **চ**—ও; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **সু-অলঙ্কৃতাঃ**—সুন্দররূপে অলঙ্কার ধারণ করে; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **চ**—এবং; **কৃষ্ণ-বীর্যাণি**—কৃষ্ণের গুণমহিমা; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **স**—একত্রে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ।

অনুবাদ

সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত গোপীগণ যখন বৃষবাহিত শকটে আরোহণ করে অনুগমন করছিলেন, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা গান করছিলেন এবং তাঁদের গান ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ কীর্তনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্ বৃহদ্বপুঃ ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; **তু**—এবং তখন; **অন্যতমম্**—অন্য; **রূপম্**—দিব্য রূপ; **গোপ-বিশ্রম্ভণম্**—গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য; **গতঃ**—ধারণ করলেন; **শৈলঃ**—পর্বত; **অস্মি**—আমিই; **ইতি**—এই কথা; **ব্রুবন্**—বলে; **ভূরি**—প্রচুর; **বলিম্**—অর্ঘ্য; **আদৎ**—তিনি গোগ্রাসে ভক্ষণ করলেন; **বৃহৎ-বপুঃ**—তাঁর বিশাল রূপে।

অনুবাদ

গোপগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কৃষ্ণ তখন এক অভূতপূর্ব বিশাল রূপ ধারণ করলেন। "আমিই গিরি-গোবর্ধন" ঘোষণা করে, তিনি প্রচুর পূজার্ঘ্য ভক্ষণ করলেন।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হলে, শ্রীকৃষ্ণ একটি বিরাট দিব্যরূপ ধারণ করে বৃন্দাবনের অধিবাসীদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, স্বয়ং তিনিই গোবর্ধন-পর্বত, যাতে তাঁর ভক্তদের চিত্তে কোন সংশয় না থাকে যে, গোবর্ধন-পর্বত ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। তার পর কৃষ্ণ সেখানে নিবেদিত সমস্ত ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করতে লাগলেন। কৃষ্ণ এবং গোবর্ধন পর্বতের অভিন্নতা ভক্তরা শ্রদ্ধা সহকারে এখনও মেনে আসছেন। আজও মহান ভক্তরা গোবর্ধন-পর্বত থেকে শিলা সংগ্রহ করে মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে তাঁরা যেভাবে পূজা করেন ঠিক সেভাবেই পূজা করছেন। ভক্তরা তাই গোবর্ধন-পর্বত থেকে ক্ষুদ্র শিলা সংগ্রহ করে তাঁদের গৃহে পূজা করেন, কারণ এই পূজা শ্রীবিগ্রহের পূজারই মতো।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তরফে বৃন্দাবনের অধিবাসীদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঝুঁকি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি এই জগতের একজন শক্তিশালী প্রশাসকের যজ্ঞ উপেক্ষা করে তার বিনিময়ে গোবর্ধন নামক একটি পর্বতের পূজা করার জন্য তাঁদের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন করেছিলেন। গোপ-সম্প্রদায় কেবলমাত্র কৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশত সমস্ত কিছু করেছিলেন এবং এখন তাঁদের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল সেই বিশ্বাস জন্মানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ এক অভূতপূর্ব বিশাল দিব্য রূপে আবির্ভূত হলেন এবং তিনি নিজেই যে গোবর্ধন-পর্বত তা প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ৩৬

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্র আত্মনাত্মনে ।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ ॥ ৩৬ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম; **ব্রজ-জনৈঃ**—ব্রজবাসীগণের সঙ্গে; **সহ**—একত্রে; **চক্রে**—তিনি করলেন; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **আত্মনে**—নিজেকে; **অহো**—আহা; **পশ্যত**—দেখ; **শৈলঃ**—গিরি; **অসৌ**—এই; **রূপী**—মূর্তিরূপে প্রকাশ করে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **অনুগ্রহম্**—অনুগ্রহ; **ব্যধাৎ**—প্রদান করেছেন।

অনুবাদ

ব্রজবাসীগণের সঙ্গে একত্রে ভগবান গিরি-গোবর্ধনের এই রূপের প্রতি প্রণত হলেন, এভাবেই বস্তুত নিজেকেই প্রণাম নিবেদন করলেন। তার পর তিনি বললেন, "দেখ, কিভাবে এই পর্বত মূর্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করছেন!"

তাৎপর্য

এই শ্লোক থেকে এটি পরিষ্কার যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তিনি যুগপৎভাবে গিরি-গোবর্ধনের বিশাল রূপে নিজেকে প্রকাশ করে বৃন্দাবনের উৎসব যাত্রীদের মধ্যে তাঁর স্বাভাবিক রূপেও বিরাজ করছিলেন। এভাবেই, শিশু কৃষ্ণ গিরি-গোবর্ধনরূপে তাঁর নতুন অবতারের প্রতি প্রণত হতে বৃন্দাবনবাসীদের প্ররোচিত করেছিলেন এবং গোবর্ধনের এই দিব্য রূপের দ্বারা প্রদত্ত পরম করুণার কথা সকলের কাছে উল্লেখ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময়কর অপ্রাকৃত কার্যাবলী নিঃসন্দেহে এই উৎসবময় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

শ্লোক ৩৭

এষোঽবজানতো মর্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্মণে আত্মনো গবাম্ ॥ ৩৭ ॥

এষঃ—এই; **অবজানতঃ**—যারা অবজ্ঞাকারী; **মর্ত্যান্**—জীবগণকে; **কামরূপী**—ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করে (যেমন পাহাড়ে বাসকারী সর্প); **বন-ওকসঃ**—বনবাসী; **হন্তি**—হত্যা করবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অস্মৈ**—তাঁকে; **নমস্যামঃ**—আমাদের প্রণাম নিবেদন করি; **শর্মণে**—সুরক্ষার জন্য; **আত্মনঃ**—আমাদের; **গবাম্**—এবং গাভীদের।

অনুবাদ

"এই গোবর্ধন পর্বত ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও রূপ ধারণ করে তাঁকে অবজ্ঞাকারী যে কোনও বনবাসীগণকে হত্যা করবে। অতএব আমাদের ও আমাদের গাভীদের সুরক্ষার জন্য তাঁকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি।"

তাৎপর্য

কামরূপী শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, গোবর্ধন পর্বত বিষধর সর্প, হিংস্র জন্তু, পতিত শিলা ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত হতে পারেন, যাদের সকলেই মানুষকে হত্যা করতে সমর্থ।

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুযায়ী ভগবান এই অধ্যায়ে ছয়টি তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন—১) *কর্ম* একাই কারও ভাগ্য নিরূপণের জন্য যথেষ্ট; ২) কারও বদ্ধ স্বভাবই তার পরম নিয়ন্তা; ৩) প্রকৃতির গুণসমূহই তার পরম নিয়ন্তা; ৪) পরমেশ্বর ভগবান কেবলমাত্র *কর্মের* একটি নির্ভরশীল দিক; ৫) তিনি কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন; এবং ৬) কারও বৃত্তিই তার প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ।

ভগবান এই যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেছিলেন কারণ তিনি যে সেগুলি বিশ্বাস করতেন তা নয়, বরং তিনি আসন্ন ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং গোবর্ধন পর্বতরূপী স্বয়ং তাঁর নিজের প্রতি তাঁদের মনোযোগ চালিত করতে চেয়েছিলেন। এভাবেই ভগবান সেই মিথ্যা অহঙ্কারী দেবতাকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৮

ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ ।
যথা বিধায় তে গোপা সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এভাবেই; **অদ্রি**—গিরি-গোবর্ধন; **গো**—গাভী; **দ্বিজ**—এবং ব্রাহ্মণদের; **মখম্**—মহাযজ্ঞ; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **প্রচোদিতাঃ**—অনুপ্রাণিত; **যথা**—যথাযথভাবে; **বিধায়**—সম্পাদন করে; **তে**—তাঁরা; **গোপাঃ**—গোপগণ; **সহ-কৃষ্ণাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্রে; **ব্রজম্**—ব্রজে; **যযুঃ**—তাঁরা গমন করলেন।

অনুবাদ

ভগবান বাসুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, এভাবেই গিরি-গোবর্ধন, গাভী ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পাদন করে, গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের গ্রাম ব্রজে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

যদিও গোবর্ধন-পূজা আনন্দ সহকারে সফলভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটি সহজেই শেষ হয়নি। যতই হোক, ইন্দ্রদেব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে তিনি এই গোবর্ধন যজ্ঞের সংবাদটি গ্রহণ করেছিলেন। এর পর যা ঘটেছিল তা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গিরি-গোবর্ধন পূজা' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।